গাংনীর কসবা গ্রামের হাটু কাদায় দুর্ভোগের রাস্তাটি পাকা করনের দাবীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কসবা গ্রামের আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পাকা করনের দাবীতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

আজ সোমবার বেলা বারোটার সময় গ্রামের মাঠ মুখী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করে তারা।মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এস এম তৌহিদ হুসাইন নিলু।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন,গ্রামবাসীসহ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য আনা-নেয়ার একমাত্র রাস্তাটি হাটু কাদায় পরিণত হয়েছে। বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাস্তাটি চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়ে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারেও ঘরে আনতে চরম বিপাকে পড়তে হয়। ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করেও কোনো কাজ হয়নি।

বক্তারা আরো বলেন, রাস্তাটি পাকা করন করে দেবার জন্য জেলা প্রশাসক উপজেলা প্রশাসন এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ও নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। প্রতিশ্রুতি পেতে পেতে এলাকাবাসী অনেকটা নুইয়ে পড়েছে।এলাকাবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে রাস্তাটি পাকা করনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে।সেই সাথে বর্তমান মেহেরপুর 2 আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে রাস্তাটি পাকা করন করার জোর দাবি জানিয়েছে।

ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের সামান্য বরাদ্দে রাস্তা পাকাকরন সম্ভব নয়।তবুও যতদূর পরিষদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তা একেবারে সামান্য। এই মুহূর্তে এমপি মহোদয়ের দৃষ্টি করলে রাস্তা পাকাকরন সম্ভব হবে।

মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কথা বলেছি খুব শীঘ্রই রাস্তাটি পাকা করনের ব্যবস্থা করে এলাকার ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা ঘোচানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

বিআরটিএর মোবাইল কোর্ট সার্বক্ষণিক এসব মনিটর করবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি টিপ শেষে গাড়ির ভেতর ও বাইরে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। যেসব পরিবহন, মালিক-সমিতি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজ করবে, তাদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এ সময়ে তিনি ঈদের আগে ও পরে সিএনজি স্টেশনসমূহ খোলা রাখতে জ্বালানি বিভাগকেও অনুরোধ জানান।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মশিউর রহমান রাঙ্গা, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার, বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. এসছানে এলাহি প্রমুখ।

সূত্র- যুগান্তর

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম জেনেও চুপ ছিল মন্ত্রণালয়

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সেবার নামে ডাকাতি আরও একমাস আগেই এসব তথ্য জমা পড়েছিল মন্ত্রণালয়ে।

লিখিতভাবে এসব অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন সেখানে নিয়োগ পাওয়া সরকারি চিকিৎসকরা। পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও শাহেদের রিজেন্টের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। যদিও এখন এসবের দায় নিতে চান না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রিজেন্টে অভিযানের পরে শাহেদনামায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন অধ্যায়। আর সেই সঙ্গে জমাট বাঁধছে নানা প্রশ্ন।

এই করোনাকালে রিজেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় বেশ কয়েকজন সরকারি চিকিৎসক। ১১ মে নিয়োগের দিনেই তাদের কাছে মৌখিক নির্দেশ আসে সেদিনই কর্মস্থলে যোগ দেয়ার। মধ্যরাতে খোদ শাহেদই চিকিৎসকদের ফোন দেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত

সহকারী পরিচয়ে। আর হাসপাতালে যোগদানের পরের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ।

জাতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শরিফুল ইসলাম বলেন, উনি আমাকে প্রথমেই পরিচয় দেন প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব হিসেবে। ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যাপারে, করোনা রোগীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে, কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এখানে এক্সরে মেশিন নাই, প্যাথলজিস্ট নাই; প্যাথলজির কোনো কাজকর্ম চলে না।

এরই মধ্যে শাহেদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে আইসিউইতে তাৎক্ষণিক যোগদানের আদেশ পান এনেস্থেশিয়ার এক জুনিয়র কনসালটেন্ট। যদিও কাজ করতে গিয়ে দেখেন নামেই আইসিইউ। বাস্তবে সেখানে এমন সেবা দেয়ার ন্যূনতম সুবিধা ছিল না। ১৫ মে মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। তিন দিনের মধ্যে রিজেন্ট থেকে তুলে নেয়া হয় সরকারি সব চিকিৎসককে।

মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শরীফ সামিরুল আলম বলেন, আমি অ্যাপলিকেশন্স লিখেছি ওখানে দেখবেন যে, কোনো ডাক্তার ছিল না, কোনো নার্স ছিল না। সব মিলিয়ে আইসিইউ’র মতো সেটআপটা ওইখানে ছিল না।

এবার সমীকরণটা মেলানো যাক। যদি এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের রিজেন্টে নিয়োগের আদেশ তুলে নেয়া হয়। তবে চিঠিতে লেখা হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। সে সময় দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন দায় এড়ানোর কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলামকে ফোন করে সময় সংবাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি এখন কথা বলবো না।

মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, তখন আমি প্রশ্ন তুললাম, বেসরকারি হাসপাতালে আমরা সরকারি ডাক্তার কেন দেবো? তখন আমাকে বলা হলো যে, ওইখানে তো ৩৯তম বিসিএস থেকেও কতজন ডাক্তারকে যেন পদায়ন করা হয়েছে।

সেখানে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, না, ওটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

এদিকে এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার পরিচালক। তিনি রাজি হননি কথা বলতেও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ছাত্রলীগ নেতা অস্ত্রসহ গ্রেফতার

ফেনীর সোনাগাজীতে ছাত্রলীগ কর্মী শামীম হত্যা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সাঈদ আনোয়ার প্রকাশ আনোয়ার হোসেনকে (২৮) অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোনাগাজীর জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত বছর ঈদুল আযহার রাতে আমিরাবাদ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী মো. শামীমকে হত্যা, পুলিশের ওপর হামলা, ছিনতাইসহ বিভিন্ন সময় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের বিভিন্ন অভিযোগ আছে। আনোয়ার আমিরাবাদ ইউনিয়নের তিন বাড়িয়া গ্রামের মো. হানিফের ছেলে।

করোনায় বিএনপি নেতা আউয়াল খানের মৃত্যু

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল খান আর নেই।

করোনাভাইরাসের কাছে হার মেনে আজ সোমবার দুপুর সোয়া ২ টায় তিনি মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

আজ সোমবার এ তথ্য জানান তার ছোট ভাই আবদুল নবিন খান।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে (আবদুল আউয়াল খান) মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার টেস্টে পজেটিভ আসে। তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে মুগদাতে আইসিইউ বেড না পেয়ে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল নবিন খান বলেন, ‘মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির আগে গত ৪-৫ দিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাসাতেই আইসোলেশনে ছিলেন আবদুল আউয়াল খান। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কোটচাঁদপুর ইউএনও কে পৌরসভার পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানা কে পৌরসভার পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। সোমবার সকালে পৌর ভবনে পৌর মেয়র মোঃ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার দীর্ঘ প্রায় তিন বছরের কর্ম-জীবণের স্মৃতি চারণ করে বক্তব্য রাখেন পৌর প্যানেল মেয়র আনারুল ইসলাম সেন্টু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর কাউন্সিলর কামাল হোসেন, পৌর কাউন্সিলর রকিব উদ্দীন ও পৌর কাউন্সিলর জাফর ইকবাল শান্তি প্রমূখ।

এর আগে বিদায়ী নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানাকে পৌর ভবণে

মেয়রের নের্তৃত্বে পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেণ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, পৌর কর্মচারী সংগঠনের নেতা মোঃ সেকেন্দার আলী।

মেহেরপুরে করোনাভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু

মেহেরপুর শহরের বামন পাড়ায় ইউসুফ আলী (৬৫) নামের আরও একজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সোমবার ভোরে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। করোনা পজিটিভ সনাক্ত হওয়ার পর নিজ বাড়িতে রেখে ইউসুফকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিলো।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ১৭ জুলাই কোভিড ১৯ পজিটিভ হন ইউসুফ আলী। তার বাড়ি লকডাউন করে রুম আইসোলেশনে রেখে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

এ নিয়ে মেহেরপুর করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা দাড়ালো ৮। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৩। মৃতের মরদেহ বিশেষ ব্যবস্থায় দাফন করার প্রক্রিয়া চলছে।

মেপ্র/এমএফআর

নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ এবং প্রাচীর

নির্মাণের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার থানাধীন নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ এবং প্রাচীর নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।
রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমির পরিমাণ সম্প্রসারণ পূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জনাব আবু রাসেল, (দামুড়হুদা সার্কেল) এবং অফিসার ইনচার্জ দামুড়হুদা মডেল থানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা জেলায় যোগদান করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পুলিশ পার্ক, পুলিশ লাইন্সসহ বিভিন্ন থানা/ফাঁড়ি ক্যাম্প সমূহের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও অব্যাহত আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম এর প্রচেষ্টা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসী সচেতন মহল বলেন সত্যিই তিনি প্রশংসার দাবিদার।

কার্পাসডাঙ্গায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

রবিবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সার্বিক নির্দেশনা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক এর তত্ত্বাবধানে

চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মেসার্স হারুন স্টোর থেকে জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল দেশি-বিদেশি তেল ও অন্যান্য কসমেটিকস। এছাড়াও রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের উপর নতুন করে মেয়াদ বাড়িয়ে লেখা পণ্য। দোকানদার নিজেও জানেন এগুলো নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ।

তারপরও তিনি ভোক্তাদের সাথে এভাবে প্রতারণা করে আসছিলেন। ভোক্তা অধিকার বিরোধী এই কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মালিক আহসান হাবিবকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ও ৫১ ধারায় ৫০,০ ০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মালামাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এসময় মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য বিক্রয়ের জন্য মেসার্স শীলন স্টোরকে ৩৮,৪৩ ধারায় ১,০০ ০/- টাকা ও কলোনিপাড়ার মেসার্স আর এস বেকারিকে বেকারি পণ্যে অগ্রিম মেয়াদ লেখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য তৈরির অপরাধে ৩৭,৪৩ ধারায় ৬,০০ ০/- টাকাসহ ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৭,০০ ০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় উপস্থিত সবাইকে এই করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

টিপু তরফদারের সহায়তা প্রদান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের পাশে মানবতার সেবা দিতে দাঁড়িয়েছেন বি.এন.পি. নেতা হাজী ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমান টিপু তরফদার।

জীবননগর তারিনীবাস গ্রামে আলাউদ্দিনের স্ত্রী জীবননগর পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মী বিলকিস আরা বিলি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে খোঁজখবর নেন ও উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

যেসকল মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য ৩০ কেজি চাউল, ১৫ কেজি আলু ও নগদ ২ হাজার টাকা আর যে সকল করোনা রোগী লকডাউনে আছে তাদের জন্য উপহার সামগ্রী মানবতার সেবায় ২০ কেজি চাউল, ১০ কেজি আলু ও নগদ ১৫০০ টাকা দেওয়া অব্যাহত রেখেছেন।

ত্রাণসামগ্রী রোগীর বাড়ি যেয়ে দিয়ে আসছেন জীবননগর থানা পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বর্তমান টিপু তরফদারের ত্রাণ কমিটির সমন্বয়ক মাহাতাব উদ্দীন চুন্নু।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ করোনা আক্রান্ত রোগীদের মানবতার সেবায় হাজী ইঞ্জিনিয়ার মোখলেসুর রহমান টিপু তরফদারের পক্ষে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি। এধরনের কোনো রোগীর সন্ধান পেলে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।